Shaykh Pod BOOKS

Shaykh Pod BANGLA

ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য অবলম্বন করা মানসিক শান্তির দিকে নিয়ে যায়।

রমজানের উদ্দেশ্য

শায়খপড বই

শায়খপড বুকস, ২০২৫ দ্বারা প্রকাশিত

রমজানের উদ্দেশ্য

প্রথম সংস্করণ। ৪ ফেব্রুয়ারী, ২০২৫।

শায়খপড বুকস কর্তৃক লিখিত।

সুচিপত্র

স্বীকৃতি

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি জগৎসমূহের প্রতিপালক, যিনি আমাদের এই খণ্ডটি সম্পূর্ণ করার অনুপ্রেরণা, সুযোগ এবং শক্তি দিয়েছেন। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উপর দরুদ ও শান্তি বর্ষিত হোক, যাঁর পথ আল্লাহ মানবজাতির মুক্তির জন্য বেছে নিয়েছেন।

আমরা সমগ্র শায়খপড পরিবারের প্রতি, বিশেষ করে আমাদের ছোট্ট তারকা ইউসুফের প্রতি আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই, যার অব্যাহত সমর্থন এবং পরামর্শ শায়খপড বইয়ের উন্নয়নে অনুপ্রাণিত করেছে। এবং আমাদের ভাই হাসানের প্রতি বিশেষ ধন্যবাদ, যার নিবেদিতপ্রাণ সহায়তা শায়খপডকে নতুন এবং উত্তেজনাপূর্ণ উচ্চতায় উন্নীত করেছে যা এক পর্যায়ে অসম্ভব বলে মনে হয়েছিল।

আমরা প্রার্থনা করি যে, মহান আল্লাহ আমাদের উপর তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করুন এবং এই কিতাবের প্রতিটি অক্ষর তাঁর মহিমান্বিত দরবারে কবুল করুন এবং শেষ দিবসে আমাদের পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার সুযোগ দিন।

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি জগৎসমূহের প্রতিপালক এবং অফুরন্ত দরুদ ও শান্তি বর্ষিত হোক মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উপর, তাঁর পবিত্র পরিবারবর্গ এবং সাহাবীগণের উপর, আল্লাহ তাদের সকলের উপর সন্তুষ্ট থাকুন।

কম্পাইলারের নোটস

আমরা এই খণ্ডে ন্যায়বিচার করার জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করেছি, তবে যদি কোনও ত্রুটি পাওয়া যায় তবে সংকলক ব্যক্তিগতভাবে এবং সম্পূর্ণরূপে তার জন্য দায়ী থাকবেন।

এই কঠিন কাজটি সম্পন্ন করার প্রচেষ্টায় আমরা ত্রুটি-বিচ্যুতির সম্ভাবনাকে মেনে নিই। আমরা হয়তো অসচেতনভাবে হোঁচট খেয়েছি এবং ভুল করেছি যার জন্য আমরা আমাদের পাঠকদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তা সাদরে গৃহীত হবে। ShaykhPod.Books@gmail.com ঠিকানায় গঠনমূলক পরামর্শ দেওয়ার জন্য আমরা আন্তরিকভাবে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ।

ভূমিকা

নিম্নলিখিত ছোট বইটিতে পবিত্র রমজান মাসের উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই আলোচনাটি পবিত্র কুরআনের দ্বিতীয় সূরা আল বাকারার ১৮৩-১৮৫ আয়াতের উপর ভিত্তি করে তৈরি:

"হে ঈমানদারগণ, তোমাদের উপর রোজা ফরজ করা হয়েছে যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর ফরজ করা হয়েছিল যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করতে পারো। [রোজা] নির্দিষ্ট সংখ্যক দিন। অতএব তোমাদের মধ্যে যে অসুস্থ হবে অথবা ভ্রমণে থাকবে, সে অন্যান্য দিনের সমান সংখ্যক দিন [কাজা] করবে। আর যারা [রোজা রাখতে সক্ষম হবে, কিন্তু কষ্ট সহকারে] - প্রতি দিন একজন মিসকীনকে খাওয়ানোর পরিবর্তে মুক্তিপণ হিসেবে। আর যে স্বেচ্ছায় সৎকর্ম করবে [অর্থাৎ অতিরিক্ত], তার জন্য তা উত্তম। তবে রোজা রাখা তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা জানতে। রমজান মাস [সেই] যে মাসে কুরআন নাজিল করা হয়েছে, মানুষের জন্য পথনির্দেশনা এবং পথনির্দেশনা ও ফয়সালার স্পষ্ট প্রমাণ। অতএব যে কেউ মাসের চাঁদ দেখে, সে যেন রোজা রাখে; আর যে অসুস্থ হয় অথবা ভ্রমণে থাকে, সে যেন অন্যান্য দিনের সমান সংখ্যক দিন [করো]। আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান, তোমাদের জন্য কষ্ট চান না এবং [চান] যেন তোমরা এই সময়কাল পূর্ণ করতে পারো এবং তিনি তোমাদের যে পথ দেখিয়েছেন তার জন্য আল্লাহর মহিমা ঘোষণা করতে পারো; এবং সম্ভবত তোমরা কৃতজ্ঞ হবে।"

আলোচ্য পাঠগুলি বাস্তবায়ন করলে ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য গ্রহণে সহায়তা হবে। ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করলে মন ও দেহের শান্তি ফিরে আসে।

রমজানের উদ্দেশ্য

দ্বিতীয় অধ্যায় – আল বাকারা, আয়াত ১৮৩-১৮ ৫

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَتَّقُونَ ﴿١٨٣﴾

أَيَّامًا مَّعْدُودَٰتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى
ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُۥ وَأَن تَصُومُوا۟ خَيْرٌ
لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٤﴾

"হে ঈমানদারগণ, তোমাদের উপর রোজা ফরজ করা হয়েছে, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর ফরজ করা হয়েছিল, যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করতে পারো।"

[রোজা রাখা] নির্দিষ্ট সংখ্যক দিন। অতএব তোমাদের মধ্যে যে অসুস্থ থাকবে অথবা সফরে থাকবে, সে অন্যান্য দিনের সমান সংখ্যা পূরণ করবে। আর যারা [রোজা রাখার সামর্থ্য রাখে, কিন্তু কষ্ট সহকারে], তাদের জন্য মুক্তিপণ হিসেবে একজন মিসকীনকে খাওয়ানো হবে। আর যে স্বেচ্ছায় সৎকর্ম করবে [অর্থাৎ অতিরিক্ত], তার জন্য তা উত্তম। তবে রোজা রাখা তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা জানতে।

রমজান মাস হলো সেই মাস যেখানে কুরআন নাজিল করা হয়েছে, যা মানুষের জন্য হেদায়েত এবং হেদায়েতের স্পষ্ট নিদর্শন এবং পার্থক্যকারী। অতএব যে কেউ এই মাসের চাঁদ দেখতে পাবে, সে যেন রোজা রাখে; আর যে অসুস্থ অথবা ভ্রমণে থাকবে, সে যেন অন্যান্য দিনগুলিতে সমান সংখ্যা পূরণ করে। আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান, কষ্ট করতে চান না। তিনি চান যে তোমরা রোজা পূর্ণ করো এবং তিনি তোমাদের যে পথ প্রদর্শন করেছেন তার জন্য আল্লাহর মহিমা ঘোষণা করো; যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারো।

যখন মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে মুমিনদের প্রতি আহ্বান জানান, তখন তাঁর আহ্বান প্রায়শই তাদের মৌখিক ঈমানের দাবি বাস্তবায়নের সাথে সম্পর্কিত। কারণ ইসলামে কর্ম ছাড়া মৌখিক ঈমানের দাবির মূল্য খুব কম। কর্মই হলো সেই প্রমাণ এবং প্রমাণ যা একজন ব্যক্তির অর্জন করা প্রয়োজন যাতে তারা উভয় জগতে পুরষ্কার এবং রহমত লাভ করতে পারে। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ১৮৩:

" *হে ঈমানদারগণ, তোমাদের উপর রোজা ফরজ করা হয়েছে...*"

রোজা একটি অনন্য নেক আমল কারণ এটি অন্যদের দৃষ্টির আড়ালে থাকে এবং সারা দিন ধরে চলে, অন্যান্য গোপন কর্মের মতো নয়। তাই একজন ব্যক্তির উচিত যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত তাদের রোজা গোপন রাখার এবং অন্যদেরকে অবহিত করে তাদের সওয়াব নষ্ট করা থেকে বিরত থাকা, যদি না তারা বাধ্য হয়। যুক্তিসঙ্গতভাবে এই কারণেই আল্লাহ সুনানে আন নাসায়ীর ২২১৯ নম্বর আয়াতে প্রাপ্ত একটি ঐশ্বরিক হাদিসে বলেছেন যে, রোজা বিশেষভাবে তাঁর জন্য, তাই তিনি সরাসরি এর প্রতিদান দেবেন। এই সরাসরি প্রতিদানের অর্থ হল তিনি রোজাদারের প্রতিদান, অর্থাৎ, যে ব্যক্তি নিয়মিত রোজা রাখে তাকে আখেরাতে মহান আল্লাহকে পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ দেওয়া হবে, যা এমন একটি প্রতিদান যার মাহাত্ম্যের কোন তুলনা বা সীমা নেই।

রোজা মানুষের প্রতিটি দিকের উপর একটি তালা ঝুলিয়ে দেয় এবং তাই যে ব্যক্তি সঠিকভাবে রোজা রাখে সে সকল ধরণের মৌখিক ও শারীরিক পাপ এবং অসার কাজ থেকে বিরত থাকে। অতএব, একজন মুসলিমকে রোজা রাখার সময় তাদের নিয়ত, কথা এবং কাজের উপর অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করার চেষ্টা করতে হবে, কারণ যে ব্যক্তি রোজা রাখার সময় মিথ্যা বলার মতো পাপে লিপ্ত থাকে তাকে

জামে আত তিরমিযী, ৭০৭ নম্বরে একটি হাদিসে সতর্ক করা হয়েছে যে, তাদের রোজা এমনভাবে নষ্ট করে ফেলা হবে যাতে তা আল্লাহর কাছে তুচ্ছ হয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে, সুনান ইবনে মাজাহ, ১৬৯০ নম্বরে পাওয়া আরেকটি হাদিস সতর্ক করে যে, কিছু মানুষ রোজা থেকে ক্ষুধা ও তৃষ্ণা ছাড়া আর কিছুই অর্জন করতে পারে না।

রোজার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো, রোজা রাখার সময় একজন ব্যক্তি যে সাবধানতা অবলম্বন করেন, তা সেই দিনগুলিতেও বজায় রাখা হয় যখন সে রোজা রাখে না, যাতে সে পাপ ও অনর্থক কাজ থেকে বিরত থাকে এবং পরিবর্তে আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের উপর অটল থাকে। এর মধ্যে রয়েছে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হাদীসে বর্ণিত আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা। এটি আলোচিত মূল আয়াতগুলিতে নির্দেশিত ধার্মিকতার দিকে পরিচালিত করে। দ্বিতীয় অধ্যায় আল বাকারাহ, আয়াত ১৮৩:

" *হে ঈমানদারগণ, তোমাদের উপর রোজা ফরজ করা হয়েছে, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর ফরজ করা হয়েছিল, যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করতে পারো।*"

এছাড়াও, রোজা মানুষের খারাপ ইচ্ছা কমিয়ে দেয়। এটি অহংকার এবং ক্ষুধা, তৃষ্ণা এবং পাপ এড়িয়ে চলার জন্য অধিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে পাপের উৎসাহ রোধ করে। রোজা পেটের ক্ষুধা এবং দৈহিক কামনা-বাসনাকে বাধাগ্রস্ত করে। এই দুটি জিনিস প্রায়শই আরও অনেক পাপের দিকে পরিচালিত করে। এই দুটি ইচ্ছা পূরণের আকাঙ্ক্ষা প্রায়শই অন্যান্য অবৈধ জিনিসের আকাঙ্ক্ষার চেয়ে বেশি। অতএব, যে কেউ রোজার মাধ্যমে এগুলি নিয়ন্ত্রণ করে, তার দুর্বল খারাপ

ইচ্ছাগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করা সহজ হবে। এটি প্রকৃত ধার্মিকতার দিকে পরিচালিত করে।

অতএব, একজন মুসলিমকে সর্বোচ্চ স্তরের রোজা অর্জন এবং এর উদ্দেশ্য পূরণের জন্য প্রচেষ্টা করতে হবে যাতে তারা তাদের নিয়ত, কথাবার্তা এবং কর্ম নিয়ন্ত্রণ করতে পারে যাতে তারা মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকে এবং রোজা না থাকলেও সমস্ত পাপ এবং অনর্থক কাজ থেকে বিরত থাকে।

পরিশেষে, ফরজ রোজা এত গুরুত্বপূর্ণ এবং মূল্যবান যে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) জামে আত তিরমিযীতে ৭২৩ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে সতর্ক করে বলেছেন যে, যদি কোন ব্যক্তি বৈধ কারণ ছাড়া একটি ফরজ রোজাও ছেড়ে দেয়, তাহলে সারা জীবন প্রতিদিন রোজা রাখলেও তার প্রতিদান পাবে না। অতএব, মুসলমানদের তাদের ফরজ রোজা সঠিকভাবে পালন করার জন্য এবং তাদের শক্তি ও সামর্থ্য অনুসারে নফল রোজা রাখার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত।

সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ১৮৩:

" *হে ঈমানদারগণ, তোমাদের উপর রোজা ফরজ করা হয়েছে, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর ফরজ করা হয়েছিল, যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করতে পারো।* "

উপরন্তু, পবিত্র কুরআনে পাওয়া অসংখ্য প্রমাণের মধ্যে এই আয়াতটি আরেকটি প্রমাণ যা স্পষ্ট করে যে, রোজার মতো সৎকর্মের মাধ্যমে ঈমানকে বাস্তবায়িত না করা পর্যন্ত কেউ ধার্মিক হতে পারে না। ধার্মিকতা হলো এমন একটি গাছের মতো যা সুস্বাদু ফল উৎপাদনের জন্য প্রস্ফুটিত হয়। ঠিক যেমন একটি উদ্ভিদ সূর্যালোকের মতো পুষ্টি না পেলে প্রস্ফুটিত হতে পারে না, তেমনি একজন ব্যক্তির ঈমানও প্রস্ফুটিত হতে পারে না যাতে সে সৎকর্মের মাধ্যমে পুষ্টি না পেয়ে ধার্মিকতা অর্জন করতে পারে। এর মধ্যে রয়েছে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত উপায়ে ব্যবহার করা। প্রকৃতপক্ষে, যে ব্যক্তি কেবল মৌখিকভাবে ইসলামে ঈমানের দাবি করে এবং শারীরিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তার দাবি সমর্থন করতে ব্যর্থ হয়, তাকে অবশ্যই তার ঈমান হারানোর ভয় থাকতে হবে। ঠিক যেমন একটি উদ্ভিদ যা পুষ্টি পেতে ব্যর্থ হয়, অবশেষে মারা যায়, তেমনি যদি তারা সৎকর্মের মাধ্যমে তা পুষ্ট করতে ব্যর্থ হয় তবে তার ঈমানও মঙ্গলজনক হবে।

এই কর্তব্যের জটিলতা কমানোর জন্য, মহান আল্লাহ স্পষ্ট করে বলেছেন যে পূর্ববর্তী জাতিগুলিকেও রোজা রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এটি মুসলমানদের মনে করিয়ে দেয় যে তাদের উপর এমন কোনও কঠিন বা ভারী দায়িত্ব অর্পণ করা হয়নি যা তাদের পূর্ববর্তী লোকেরা বহন করেনি। প্রকৃতপক্ষে, মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের অনেক জায়গায় নিশ্চিত করেছেন যে তিনি কখনও কোনও ব্যক্তির উপর এমন কোনও দায়িত্ব চাপান না, যেমন এমন কোনও দায়িত্ব, যা তারা বহন করতে পারে না। সূরা আল বাকারা, আয়াত ২৮৬:

"আল্লাহ কোন আত্মার উপর তার সাধ্যের বাইরে কোন বোঝা চাপান না..."

এই বাস্তবতাকে মনে রাখলে একজন মুসলিমের জন্য ইসলামের দায়িত্ব পালন করা সহজ হবে, কারণ এর মধ্যে কিছু দায়িত্ব মানুষের আকাঙ্ক্ষার বিরোধিতা করতে পারে। একজন ব্যক্তির এমন একজন বিচক্ষণ রোগীর মতো আচরণ করা উচিত যিনি তার ডাক্তারের চিকিৎসা পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং তার উপর কাজ করেন, জেনে রাখেন যে এটি তার জন্য সর্বোত্তম এবং জেনে রাখেন যে তিনি তাকে দেওয়া চিকিৎসা পরিকল্পনাটি পরিচালনা করতে পারবেন, যদিও তাকে তিক্ত ওষুধ এবং কঠোর খাদ্য পরিকল্পনা দেওয়া হয়েছে। ঠিক যেমন এই বিচক্ষণ রোগী তার ডাক্তারের চিকিৎসা পরামর্শ গ্রহণ এবং তার উপর কাজ করার মাধ্যমে মানসিক ও শারীরিক প্রশান্তি অর্জন করবেন, তেমনি যে ব্যক্তি মহান আল্লাহ কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং পালন করেন তিনিও প্রশান্ত হবেন।

মহান আল্লাহ তাআলা রোজার সাথে জড়িত কষ্ট আরও কমিয়ে এনে মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, রোজা কেবল বছরের কয়েকটি দিনের জন্য। সূরা ২, আল বাকারা, আয়াত ১৮৪:

" *[সীমিত সংখ্যক দিনের জন্য] উপবাস...*"

স্বাভাবিকভাবেই, যারা এই বাধ্যতামূলক কর্তব্য পালন করতে অক্ষম, তাদের জন্য আল্লাহ তাআলা ছাড় প্রদান করেন, যেমন তিনি অন্যান্য সকল কর্তব্যের ক্ষেত্রেও করেন, কারণ ইসলাম এমন একটি ধর্ম এবং জীবনধারা যা মানুষের প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং তাই তাদের সীমাবদ্ধতা এবং দুর্বলতাগুলিকে সম্মান করে। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ১৮৪:

“... *অতএব তোমাদের মধ্যে যে কেউ অসুস্থ থাকবে অথবা সফরে থাকবে, সে অন্যান্য দিনগুলিতে সমান সংখ্যা পূরণ করবে। আর যারা [রোজা রাখতে সক্ষম, কিন্তু কষ্ট সহকারে], তাদের জন্য [প্রতিদিন] একজন মিসকীনকে খাওয়ানোর পরিবর্তে] মুক্তিপণ হিসেবে...*”

প্রতিটি পরিস্থিতিতেই ইসলাম মানুষকে অভাবীদের সাহায্য করতে উৎসাহিত করে। কিছু ক্ষেত্রে, তাদের সাহায্য করা বাধ্যতামূলক, অন্য ক্ষেত্রে এটি শাস্তি বা মুক্তিপণ এবং অন্যান্য পরিস্থিতিতে এটি একটি স্বেচ্ছাসেবী সৎকর্ম যা অত্যন্ত পুরস্কৃত। এটি অন্যদের, বিশেষ করে অভাবীদের সাহায্য করার গুরুত্ব তুলে ধরে। ইসলাম এমন স্বার্থপর জীবনযাপনের শিক্ষা দেয় না যেখানে কেউ কেবল নিজের এবং তাদের পরিবারের যত্ন নেয়, যেমন প্রাণীরাও এইভাবে আচরণ করে। পরিবর্তে, ইসলাম মানুষকে এর ঊর্ধ্বে উঠে অন্যদের সাহায্য করার জন্য আমন্ত্রণ জানায়, তাদের সামর্থ্য অনুসারে, যার মধ্যে অন্যদের আর্থিক, শারীরিক এবং মানসিক সহায়তা অন্তর্ভুক্ত। সত্য হল যে প্রতিটি মুসলিম যদি সত্যিই ইসলামের এই মৌলিক নীতি অনুসরণ করে তবে তারা পৃথিবীতে আর কোনও অভাবী ব্যক্তি থাকবে না। এই গুরুত্বপূর্ণ নীতিটি আয়াত 184 এর পরবর্তী অংশে নির্দেশিত হয়েছে। অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 184:

"... *আর যে স্বেচ্ছায় ভালো কাজ করে [অর্থাৎ অতিরিক্ত], সেটা তার জন্য ভালো...*"

মহান আল্লাহ মানুষকে এই সহজ সত্যটি স্মরণ করিয়ে দেন যে, অন্যদের সাহায্য করা আসলে নিজেকে সাহায্য করার মতো, কারণ এটি তাদের মানসিক শান্তি এবং উভয় জগতেই সাফল্য অর্জনের দিকে পরিচালিত করে। সূরা আল-ইসরা, আয়াত ৭:

"[এবং বললেন], "যদি তোমরা ভালো করো, তাহলে নিজেদের জন্যই ভালো করো; আর যদি মন্দ করো, তাহলে তাদের [অর্থাৎ নিজেদের] জন্যই ভালো করো।"..."

উদাহরণস্বরূপ, যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অন্যদের সাহায্য করতে ব্যস্ত থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তাদের সকল কাজে তাদের সাহায্য করতে থাকবেন। সহিহ মুসলিমের ৬৮৫৩ নম্বর হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। যার আল্লাহর সাহায্য পাওয়া যাবে, সে উভয় জাহানেই মানসিক শান্তি পাবে। এই বাস্তবতা বোঝার মাধ্যমে কেউ এমন আচরণ করা থেকে বিরত থাকবে যেন সে আল্লাহকে অথবা অভাবীদের সাহায্য করার সময় তাদের প্রতি অনুগ্রহ করছে , কারণ এটি অহংকারের মাধ্যমে তাদের প্রতিদান নষ্ট করে দেয়। অতএব, একজন ব্যক্তির উচিত নিজের স্বার্থে, তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী অন্যদের সাহায্য করার চেষ্টা করা।

সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ১৮৪:

"... *আর যে স্বেচ্ছায় ভালো কাজ করে [অর্থাৎ অতিরিক্ত], সেটা তার জন্য ভালো...*"

এটি ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ নীতিটিও তুলে ধরে যে, একজন ব্যক্তি যা দান করে তা হলো মহান আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে সে যা পাবে। অর্থাৎ, একজন ব্যক্তি তার প্রচেষ্টা অনুসারে পুরস্কৃত হয়। যদি তারা আল্লাহ তাআলাকে সন্তুষ্ট করার জন্য ন্যূনতম প্রচেষ্টা করে, যেমন শুধুমাত্র মৌলিক বাধ্যতামূলক কর্তব্যগুলি পালন করা, যা পালন করতে প্রতিদিন এক ঘন্টারও কম সময় লাগে, তাহলে তারা উভয় জগতেই সেই অনুযায়ী পুরষ্কার এবং আশীর্বাদ পাবে। এটা আশ্চর্যজনক যে মুসলিমরা উভয় জগতেই সর্বোচ্চ স্তরের আশীর্বাদ এবং পুরষ্কার কামনা করে, কিন্তু সর্বোত্তমভাবে আল্লাহ তাআলাকে সন্তুষ্ট করার জন্য ন্যূনতম প্রচেষ্টাই করে। অতএব, একজনকে অবশ্যই আল্লাহ তাআলাকে সন্তুষ্ট করার জন্য তাদের প্রচেষ্টার উপর চিন্তা করতে হবে, যার মধ্যে ইসলামী শিক্ষা অনুসারে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা জড়িত, এবং যদি তারা আরও উচ্চ স্তরের পুরষ্কার এবং আশীর্বাদ কামনা করে তবে তাদের প্রচেষ্টা বৃদ্ধি করতে হবে, যা উভয় জগতেই তাদের মানসিক শান্তি বৃদ্ধি করে। অধ্যায় ৫ আল মায়িদা, আয়াত ১৫-১৬:

"... তোমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি নূর এবং একটি স্পষ্ট কিতাব এসেছে। যার মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর সন্তুষ্টির অনুসারীদের শান্তির পথে পরিচালিত করেন এবং তাঁর অনুমতিক্রমে তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনেন এবং তাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করেন।"

ছাড় দেওয়ার পর, আল্লাহ, মহিমান্বিত, প্রায়শই মানুষকে উচ্চ স্তরের দিকে ডাকেন, মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যে নিজেদেরকে ঠেলে দিয়ে। সূরা ২, আল বাকারা, আয়াত ১৮৪:

“... *অতএব তোমাদের মধ্যে যে অসুস্থ থাকবে অথবা সফরে থাকবে, সে অন্যান্য দিনের সমান সংখ্যা [কাযা পালন করবে]। আর যারা [রোজা রাখতে সক্ষম, কিন্তু কষ্ট সহকারে], তাদের জন্য [প্রতিদিন] একজন মিসকীনকে খাওয়ানোর পরিবর্তে] মুক্তিপণ হিসেবে। আর যে স্বেচ্ছায় ভালো কাজ করবে [অর্থাৎ অতিরিক্ত], তার জন্য তা উত্তম। তবে রোজা রাখা তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা জানতে।*”

খেলাধুলার মতো পার্থিব লাভের জন্য তারা নিজেদেরকে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে এমন অসংখ্য ঘটনার কথা চিন্তা করা উচিত এবং মহান আল্লাহর আনুগত্য করার সময়ও একই মনোভাব প্রয়োগ করা উচিত। প্রত্যেকেই তাদের সম্ভাবনা এবং সীমা জানে এবং তাই সেই অনুযায়ী কাজ করা উচিত। অধ্যায় ১৭ আল ইসরা, আয়াত ৮৪:

"বলুন, "প্রত্যেকেই তার নিজস্ব রীতি অনুসারে কাজ করে, কিন্তু তোমার প্রতিপালকই সবচেয়ে ভালো জানেন কে সবচেয়ে ভালো পথে আছে।"

সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ১৮৪:

"... *যদি তুমি জানতে।*"

পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে এই উক্তিটি প্রায়শই পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে এবং ইসলামী জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর আমল করার জন্য প্রচেষ্টা করার গুরুত্ব নির্দেশ করে যাতে কেউ সঠিক এবং ভুল কর্মের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারে। অতএব, এটি মানুষকে অন্যদের অন্ধভাবে অনুকরণ করার পরিবর্তে প্রমাণ এবং জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে কাজ করার আহ্বান জানায় যাতে তারা তাদের কৃতকর্মের মূল্য বুঝতে পারে। যে ব্যক্তি ভালো এবং মন্দ কাজের মূল্য বোঝে, তার পাপ এড়ানোর সম্ভাবনা বেশি এবং তার ভালো কাজ করার সম্ভাবনা বেশি। উদাহরণস্বরূপ, সুনানে ইবনে মাজাহের ৭৯৬ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, যদি মানুষ জানত যে সকাল এবং সন্ধ্যায় জামাতে নামাজ পড়ার সওয়াব কত, তাহলে তারা তাদের কাছে আসবে, এমনকি যদি তাদের পুরো পথ হামাগুড়ি দিয়ে যেতে হয়। যে ব্যক্তি এই হাদিসটি জানত এবং নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করত, সে মসজিদে এই ফরজ নামাজগুলিতে অংশগ্রহণ করার চেষ্টা করবে, এমনকি যদি এটি তাদের জন্য কিছু অসুবিধার কারণ হয়।

এরপর আল্লাহ তাআলা রমজান মাসের বিশেষ বৈশিষ্ট্য, অর্থাৎ সিয়াম সাধনার মাস উল্লেখ করেন। সূরা ২, আল বাকারাহ, আয়াত ১৮৫:

" *রমজান মাস হলো সেই মাস যেখানে কুরআন নাজিল করা হয়েছে...*"

পবিত্র কুরআন মজীদের রজনীতে সংরক্ষিত লখনউ থেকে একসাথে অবতীর্ণ হয়েছিল। সূরা ৯৭ আল কদর, আয়াত ১:

"নিশ্চয়ই, আমরা এটি [অর্থাৎ, কুরআন] কদরের রাতে নাজিল করেছি।"

এরপর এটি সর্বনিম্ন আসমানের ঘরে স্থাপন করা হয়। তারপর ফেরেশতা জিবরাঈল (আঃ) ২৩ বছর ধরে টুকরো টুকরো করে নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উপর অবতীর্ণ হন। এটি তাফসীর আল কুরতুবী, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪৭২-এ উল্লেখ করা হয়েছে।

এরপর মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের কিছু বরকতময় গুণাবলীর কথা উল্লেখ করেন। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ১৮৫:

রমজান মাস [সেই] মাস যাতে কুরআন নাজিল করা হয়েছে, যা মানুষের জন্য পথনির্দেশক..."

এর অর্থ হতে পারে যে পবিত্র কুরআন মানুষকে উভয় জগতের শান্তি এবং সাফল্যের দিকে পরিচালিত করে, যতক্ষণ না তারা এর শিক্ষা অনুসারে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করে। কিন্তু, অন্যান্য ধর্ম এবং জীবনধারার বিপরীতে, পবিত্র কুরআন মানুষকে এর সত্যতার প্রমাণ এবং প্রমাণ ছাড়াই অন্ধভাবে এটি অনুসরণ করার জন্য আমন্ত্রণ জানায় না। পরিবর্তে, প্রতিটি পর্যায়ে, যখনই পবিত্র কুরআন মানুষকে একটি নির্দিষ্ট ভাল বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করতে বা একটি নির্দিষ্ট

নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য ত্যাগ করতে বা একটি নির্দিষ্ট আচরণবিধি গ্রহণ করতে আমন্ত্রণ জানায়, তখন এটি স্পষ্ট প্রমাণ এবং প্রমাণ প্রদান করে যে এর পরামর্শ কীভাবে উভয় জগতে ব্যক্তি এবং সমাজের জন্য সাফল্যের দিকে পরিচালিত করে। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ১৮৫:

রমজান মাস [সেই] মাস যাতে কুরআন নাজিল করা হয়েছে, যা মানুষের জন্য পথনির্দেশনা এবং হিদায়াতের স্পষ্ট নিদর্শন..."

এটি কেবল মানুষকে উভয় জগতেই মানসিক শান্তি এবং সাফল্যের দিকে পরিচালিত করে না বরং এর দৃষ্টিভঙ্গি এবং শিক্ষাকে সমর্থন করে এমন স্পষ্ট প্রমাণও প্রদান করে। এটি এমন কিছু যা অতুলনীয়, কারণ অন্যান্য সমস্ত ধর্ম এবং জীবনধারা তার অনুসারীদের দাবি করে যে তারা যা প্রচার করে তা সত্য বলে বিশ্বাস করুক, স্পষ্ট প্রমাণের উপর চিন্তা না করে এবং নিজের জন্য অনুমান না করে যে তাদের যা আহ্বান করা হচ্ছে তা সত্য। অধ্যায় 34 সাবা, আয়াত 46:

"বলুন, "আমি তোমাদেরকে কেবল একটি বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছি - তোমরা আল্লাহর জন্য জোড়ায় জোড়ায় এবং এককভাবে দাঁড়িয়ে থাকো, তারপর চিন্তা করো।"..."

এবং অধ্যায় ১২ ইউসুফ, আয়াত ১০৮:

"বলুন, "এটাই আমার পথ; আমি এবং আমার অনুসারীরা, বিজ্ঞতার সাথে আল্লাহর দিকে আহ্বান করি..."

অতএব, মুসলমানদের অবশ্যই পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হাদীসের সুস্পষ্ট প্রমাণের ভিত্তিতে ইসলামের শিক্ষা অনুসরণ করার চেষ্টা করতে হবে, যাতে তারা অন্যদের আদেশ ও উপদেশের উপর ভিত্তি করে অন্ধভাবে অনুসরণ না করে ঈমানের নিশ্চয়তা অর্জন করতে পারে। ঈমানের নিশ্চয়তা নিশ্চিত করবে যে তারা যেকোনো পরিস্থিতিতেই ইসলামের শিক্ষার উপর অবিচল থাকবে, তা হোক স্বাচ্ছন্দ্যের সময় হোক বা কঠিন, যা উভয় জগতেই মানসিক শান্তি এবং সাফল্যের দিকে পরিচালিত করে। সূরা ১৬ আন নাহল, আয়াত ৯৭:

"যে কেউ সৎকর্ম করে, পুরুষ হোক বা নারী, মুমিন অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদেরকে তাদের কর্মের সর্বোত্তম প্রতিদান দেব।"

অন্যদিকে, যার ঈমানের দুর্বলতা রয়েছে এবং যার মূলে রয়েছে অন্ধভাবে অন্যদের অনুকরণ, তার আল্লাহর আনুগত্যের উপর অটল থাকার সম্ভাবনা কম, যার অর্থ হল ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত তাঁর প্রতি সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা, প্রতিটি পরিস্থিতিতে, যেমন কঠিন সময়ে। মহান আল্লাহর আনুগত্য থেকে বিচ্যুত হওয়া উভয় জগতেই কেবল সমস্যা, চাপ এবং অসুবিধার দিকে পরিচালিত করে, এমনকি যদি কেউ আনন্দ এবং বিনোদনের মুহূর্তগুলি উপভোগ করে কারণ তারা মহান আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ এবং শক্তি থেকে পালাতে পারে না। সূরা তওবা, আয়াত ৮২:

"তারা যা অর্জন করেছিল তার প্রতিদান হিসেবে তারা একটু হেসে ফেলুক এবং [তারপর] অনেক কাঁদুক।"

অধ্যায় ২০ তাহা, আয়াত ১২৪-১২৬:

"আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন হবে দুর্বিষহ [অর্থাৎ, কঠিন], আর আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় একত্রিত করব।" সে বলবে, "হে আমার প্রতিপালক, আমি যখন দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ছিলাম, তখন কেন তুমি আমাকে অন্ধ অবস্থায় উঠালে?" [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবেই আমার নিদর্শন তোমার কাছে এসেছিল, আর তুমি সেগুলো ভুলে গিয়েছিলে; আর আজ এভাবেই তোমাকে ভুলে যাওয়া হবে।"

সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ১৮৫:

" রমজান মাস হলো সেই মাস যাতে কুরআন নাজিল করা হয়েছে, যা মানুষের জন্য পথনির্দেশনা এবং হিদায়াতের স্পষ্ট নিদর্শন এবং পার্থক্যকারী..."

পবিত্র কুরআন একটি মানদণ্ড কারণ এটি ভালো ও মন্দের মধ্যে পার্থক্য করে, দরকারী জিনিস থেকে অকেজো জিনিস এবং চাপপূর্ণ জীবন থেকে মানসিক শান্তি অর্জন করে। একটি সমাজ যতই উন্নত হোক না কেন, মানুষের মানসিক ও শারীরিক অবস্থার মতো বিভিন্ন বিষয়ে তারা যতই জ্ঞান অর্জন করুক না কেন, তারা কখনই এমন একটি আচরণবিধি তৈরি করতে সক্ষম হবে না যা মানুষের প্রকৃতির সাথে সম্পূর্ণরূপে উপযুক্ত এবং যা ব্যক্তি বা সমাজ হিসাবে পৃথিবীতে তাদের জীবনযাপনের সময় যে সমস্ত পরিস্থিতি, অবস্থা এবং পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে পারে তার জন্য উপযুক্ত। এটি অর্জন করা কেবল অসম্ভব, কারণ মানুষ এখনও মানুষের নির্দিষ্ট উপাদানগুলি সম্পর্কে নতুন জিনিস আবিষ্কার করছে, যেমন মানুষের মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের পিছনের উদ্দেশ্য, একটি নিখুঁত আচরণবিধি তৈরি করার জন্য পর্যাপ্ত জ্ঞান অর্জন করা তো দূরের কথা যা সমাজের মধ্যে মানসিক শান্তি এবং ন্যায়বিচারের দিকে পরিচালিত করে। একমাত্র যিনি এটি অর্জন করতে পারেন তিনি হলেন মহান আল্লাহ, কারণ তিনি সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর জ্ঞান অসীম এবং অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতকে ঘিরে রেখেছে। অতএব, একমাত্র তিনিই মানুষকে এমন একটি আচরণবিধি প্রদানের অধিকারী, যা স্পষ্টভাবে ভালো-মন্দের মধ্যে পার্থক্য করে, দরকারী জিনিস থেকে অকেজো জিনিসের মধ্যে পার্থক্য করে এবং চাপপূর্ণ জীবন থেকে মানসিক শান্তি অর্জন করে। ইতিহাস স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে যখন এই মানদণ্ডটি মানুষের জীবনে সঠিকভাবে প্রয়োগ করা হয় তখন এটি সমাজের মধ্যে মানসিক শান্তি, ন্যায়বিচার এবং শান্তি ছড়িয়ে পড়ে। অতএব, মানুষকে তাদের দেওয়া মানদণ্ডটি মেনে নিতে হবে এই জেনে যে এটি তাদের জন্য সর্বোত্তম, এমনকি যদি এর কিছু দিক তাদের আকাঙ্ক্ষার বিরোধিতা করে। তাদের এমন একজন বিজ্ঞ রোগীর মতো আচরণ করতে হবে যিনি তাদের ডাক্তারের চিকিৎসা পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং সে অনুযায়ী কাজ করেন, জেনে যে তাদের জন্য এটি সর্বোত্তম, যদিও তাদের তিক্ত ওষুধ এবং কঠোর খাদ্য পরিকল্পনা দেওয়া হয়।

সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ১৮৫:

" রমজান মাস হলো সেই মাস যাতে কুরআন নাজিল করা হয়েছে, যা মানুষের জন্য পথনির্দেশনা এবং হিদায়াতের স্পষ্ট নিদর্শন এবং পার্থক্যকারী..."

পবিত্র কুরআনের বাক্যাংশগুলি অতুলনীয় এবং এর অর্থগুলি সহজভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এর শব্দ এবং আয়াতগুলি অত্যন্ত স্পষ্ট এবং অন্য কোনও গ্রন্থ এটিকে অতিক্রম করতে পারে না। পবিত্র কুরআন পূর্ববর্তী জাতিগুলির ইতিহাস বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছে যদিও মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) ইতিহাসে শিক্ষিত ছিলেন না। এটি প্রতিটি সৎকাজের আদেশ দেয় এবং প্রতিটি মন্দকে নিষেধ করে। যা একজন ব্যক্তি এবং সমগ্র সমাজকে প্রভাবিত করে, যাতে ন্যায়বিচার, নিরাপত্তা এবং শান্তি প্রতিটি ঘর এবং সম্প্রদায়ে ছড়িয়ে পড়ে। পবিত্র কুরআন অতিরঞ্জন, মিথ্যা বা যেকোনো মিথ্যা এড়িয়ে চলে, কবিতা, গল্প এবং উপকথার বিপরীতে। সমস্ত আয়াত উপকারী এবং ব্যবহারিকভাবে একজনের জীবনে প্রয়োগ করা যেতে পারে। এমনকি যখন পবিত্র কুরআনে একই গল্প পুনরাবৃত্তি করা হয়, তখনও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা তুলে ধরা হয়। অন্যান্য সমস্ত গ্রন্থের বিপরীতে, পবিত্র কুরআন বারবার অধ্যয়ন করলে একজন ব্যক্তিকে বিরক্ত করে না। পবিত্র কুরআন প্রতিশ্রুতি এবং সতর্কীকরণ প্রদান করে এবং অনস্বীকার্য এবং স্পষ্ট প্রমাণ দিয়ে তাদের সমর্থন করে। পবিত্র কুরআন যখন এমন কিছু নিয়ে আলোচনা করে যা বিমূর্ত বলে মনে হতে পারে, যেমন ধৈর্য অবলম্বন করা, তখন এটি সর্বদা এটিকে তার জীবনে বাস্তবায়নের একটি সহজ এবং ব্যবহারিক উপায় প্রদান করে। এটি মানুষকে তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূরণ করতে উৎসাহিত করে, যার মধ্যে রয়েছে আন্তরিকভাবে আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করা, তাঁর সন্তুষ্টির জন্য প্রদত্ত আশীর্বাদ ব্যবহার করে, যার ফলে তারা উভয় জগতে মানসিক শান্তি এবং সাফল্য লাভ করে। এটি উভয় জগতে মানসিক শান্তি এবং প্রকৃত সাফল্য কামনাকারী ব্যক্তির জন্য সরল পথকে স্পষ্ট এবং আকর্ষণীয় করে তোলে। পবিত্র কুরআনের জ্ঞান চিরন্তন কারণ এটি প্রতিটি সমাজ এবং যুগে প্রয়োগ করা যেতে পারে। এটি প্রতিটি

মানসিক, অর্থনৈতিক এবং শারীরিক সমস্যার জন্য একটি নিরাময় যখন এটি সঠিকভাবে বোঝা এবং প্রয়োগ করা হয়। এটি একজন ব্যক্তি বা সমগ্র সমাজের মুখোমুখি হওয়া প্রতিটি সমস্যার সমাধান প্রদান করে। কেবল ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করা এবং পবিত্র কুরআনের শিক্ষা বাস্তবায়নকারী সমাজগুলি কীভাবে এর সর্বব্যাপী এবং কালজয়ী শিক্ষা থেকে সঠিকভাবে উপকৃত হয়েছে তা পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন। শতাব্দী পেরিয়ে গেছে কিন্তু পবিত্র কুরআনের একটি অক্ষরও পরিবর্তন করা হয়নি, যেমনটি আল্লাহ তাআলা সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। ইতিহাসের অন্য কোনও গ্রন্থে এই গুণটি নেই। অধ্যায় ১৫ আল হিজর, আয়াত ৯:

"নিশ্চয়ই, আমরাই বাণী [অর্থাৎ, কুরআন] নাযিল করেছি এবং অবশ্যই, আমরাই এর রক্ষণাবেক্ষণকারী।"

মহান আল্লাহ তাআলা একটি সমাজের মূল সমস্যাগুলো নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং সেগুলোর সকলের বাস্তব প্রতিকারের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। মূল সমস্যাগুলো সংশোধন করার মাধ্যমে, এগুলো থেকে উদ্‌ভূত অসংখ্য শাখা-প্রশাখার সমস্যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংশোধন হয়ে যাবে। পবিত্র কুরআন এভাবেই একজন ব্যক্তি এবং সমাজের উভয় জগতে সাফল্যের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত বিষয়ের সমাধান করেছে। সূরা আন নাহল, আয়াত ৮৯:

"...এবং আমরা আপনার উপর কিতাব নাযিল করেছি সবকিছুর স্পষ্ট ব্যাখ্যাস্বরূপ..."

এটি মহান আল্লাহ তায়ালা তাঁর শেষ নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর উপর দান করা সর্বশ্রেষ্ঠ কালজয়ী অলৌকিক ঘটনা। কিন্তু যারা সত্যের সন্ধান করে এবং তার উপর আমল করে, কেবল তারাই এর দ্বারা উপকৃত হবে, আর যারা তাদের আকাঙ্ক্ষা এবং এর থেকে লাভবান হওয়ার চেষ্টা করে, তারা উভয় জগতেই কেবল ক্ষতির সম্মুখীন হবে। অধ্যায় ১৭ আল-ইসরা, আয়াত ৮২:

"আর আমি কুরআন থেকে এমন কিছু নাযিল করি যা মুমিনদের জন্য আরোগ্য ও রহমত, কিন্তু এটি জালেমদের ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করে না।"

এরপর আল্লাহ তাআলা রমজান মাসে রোজার মতো গুরুত্বপূর্ণ ফরজ কর্তব্য পালনের তাগিদ দেন, কিন্তু যারা তা করতে অক্ষম তাদের জন্য একটি ছাড়ও প্রদান করেন। সূরা ২, আল বাকারা, আয়াত ১৮৫:

"... *অতএব যে ব্যক্তি মাসের চাঁদ দেখবে, সে যেন রোজা রাখে; আর যে অসুস্থ অথবা ভ্রমণে থাকবে, সে যেন অন্যান্য দিনগুলিতে সমান সংখ্যা পূরণ করে নেয়..."*

ইসলামের মধ্যে যেসব আদেশ, নিষেধাজ্ঞা, ছাড় এবং উপদেশ রয়েছে, সেগুলোর উদ্দেশ্য হলো উভয় জগতেই মানুষকে মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করা। এগুলো মানুষের উপর কঠিন করে তোলার জন্য দেওয়া হয়নি। সূরা আল বাকারা, আয়াত ১৮৫:

"... আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান, তোমাদের জন্য কষ্ট চান না..."

যদিও কেউ ভুলভাবে দাবি করতে পারে যে, মহান আল্লাহ যদি মানুষের জন্য স্বাচ্ছন্দ্য চান, তাহলে তিনি তাদেরকে যা ইচ্ছা তাই করার অনুমতি দিতে পারতেন। কিন্তু এর ফলে মানুষের জন্য স্বাচ্ছন্দ্য আসবে না, কারণ তাদের জন্য কী ভালো তা নির্ধারণ করার জ্ঞান এবং দূরদর্শিতার অভাব রয়েছে। প্রতিটি ব্যক্তির জীবনে এমন অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে যেখানে তারা এমন কিছু কামনা করে যা কেবল বুঝতে পারে যে এটি তাদের জন্য খারাপ এবং যখন তারা কিছু অপছন্দ করে কেবল বুঝতে পারে যে এটি তাদের জন্য ভাল। সত্য হল, সমস্ত মানুষ শিশুর মতো যারা ভুল সময়ে ভুল জিনিস কামনা করে, যেমন ঠান্ডা লাগার সময় আইসক্রিম। ঠিক যেমন একজন ভালো পিতামাতা তাদের সন্তানকে তাদের ইচ্ছা অস্বীকার করে রক্ষা করেন, তেমনি একমাত্র আল্লাহই জানেন যে প্রতিটি ব্যক্তির জন্য কী ভালো এবং তাদের সেই দিকে পরিচালিত করেন, তাদের কেবল তাঁর আনুগত্য করতে হবে। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২১৬:

"...কিন্তু হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে অপছন্দ করো অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর; আর হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে ভালোবাসো অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।"

আরেকটি উদাহরণ হলো একজন ডাক্তার যিনি তেতো ওষুধ এবং কঠোর খাদ্যাভ্যাস লিখে দেন। বাহ্যিকভাবে মনে হয় তারা তাদের রোগীর জন্য কষ্ট কামনা

করেন কিন্তু সাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন যে কেউ বুঝতে পারবেন যে তারা আসলে তাদের রোগীর জন্য মানসিক ও শারীরিক শান্তি চান, কারণ তেতো ওষুধ এবং কঠোর খাদ্যাভ্যাস তাদের রোগীর পরামর্শ গ্রহণ করে এবং সে অনুযায়ী কাজ করে, তাহলেই এই সমস্যা দেখা দেবে। ধনী ও বিখ্যাত ব্যক্তিদের পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন যারা তাদের আকাঙ্ক্ষা অনুসারে জীবনযাপন করেন, যার ফলে তারা তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করেন এবং কীভাবে এটি কেবল মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা, যেমন চাপ, বিষণ্নতা এবং আত্মহত্যার প্রবণতার দিকে পরিচালিত করে, যাতে বোঝা যায় যে মনের শান্তি মানুষের আকাঙ্ক্ষার উপর ভিত্তি করে জীবনযাপন করার মধ্যে নিহিত নয়। যেহেতু মহান আল্লাহ, একমাত্র, মানুষের মন এবং শরীর সম্পর্কে জানেন এবং তাঁর জ্ঞান অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যত সহ সমস্ত কিছুকে পরিবেষ্টিত করে, তাই তিনিই জানেন প্রতিটি ব্যক্তির জন্য কী সর্বোত্তম। অধ্যায় ৪২ আশ শুরা, আয়াত ২৭:

" আর যদি আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য [অতিরিক্ত] রিযিক প্রশস্ত করতেন, তাহলে তারা পৃথিবীতে অত্যাচার করত। কিন্তু তিনি যতটা ইচ্ছা [তা] নাযিল করেন। নিশ্চয়ই তিনি তাঁর বান্দাদের সম্পর্কে অবগত এবং দেখেন।"

অধিকন্তু, যেহেতু একমাত্র মহান আল্লাহ তাআলাই বিশ্বজগত এবং বিশেষ করে মানুষের আধ্যাত্মিক হৃদয়, মনের শান্তির আবাসস্থল, নিয়ন্ত্রণ করেন, তাই তিনিই একমাত্র সিদ্ধান্ত নেন যে কে মনের শান্তি পাবে এবং কে পাবে না। অতএব, যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার অবাধ্য হয়ে তাদের প্রদত্ত নেয়ামতের অপব্যবহার করে, সে উভয় জগতেই কেবল দুঃখ, ঝামেলা এবং চাপই পাবে।

অধিকন্তু, আল্লাহ তাআলা কেবলমাত্র সেইসব জিনিস নিষিদ্ধ করেছেন যেখানে এর ক্ষতিকারক প্রভাব উপকারের চেয়ে বেশি। প্রতিটি ক্ষেত্রেই, আল্লাহ তাআলার নিষিদ্ধকরণের পিছনে অনেক বৈজ্ঞানিক এবং যুক্তিসঙ্গত কারণ রয়েছে, যেমন মদের উপর নিষেধাজ্ঞা।

অতএব, তাঁর আদেশ, নিষেধ, ছাড় এবং উপদেশই প্রতিটি ব্যক্তির জন্য সর্বোত্তম কারণ এটিই উভয় জগতে মন এবং দেহের শান্তির দিকে পরিচালিত করে, যদিও এটি মানুষের অজ্ঞতা এবং অদূরদর্শিতার কারণে স্পষ্ট নয়। সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত ১৫৭:

" *যারা সেই রসূলের অনুসরণ করে, যিনি নিরক্ষর নবী, যাঁর কথা তারা তাদের কাছে তওরাত ও ইঞ্জিলের কিতাবে লিখিত [অর্থাৎ বর্ণিত] পায়, যিনি তাদেরকে সৎকাজের আদেশ দেন, অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করেন, তাদের জন্য সৎকাজ হালাল করেন এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করেন এবং তাদের বোঝা এবং তাদের উপর থেকে শৃঙ্খলিত শৃঙ্খল দূর করেন...*"

সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ১৮৫:

"... *অতএব যে ব্যক্তি মাসের চাঁদ দেখবে, সে যেন রোজা রাখে; আর যে অসুস্থ অথবা ভ্রমণে থাকবে, সে যেন অন্যান্য দিনগুলিতে সমান সংখ্যা পূরণ করে।*

আল্লাহ তোমাদের জন্য স্বাচ্ছন্দ্য চান, তোমাদের জন্য কষ্ট চান না এবং তোমরা যেন ইবাদত পূর্ণ করো..."

এই বিশেষ ক্ষেত্রে, মহান আল্লাহ রোজার মাধ্যমে স্বাচ্ছন্দ্য চান, কারণ রোজা হল আধ্যাত্মিক ও শারীরিক প্রশিক্ষণ যা মুসলমানদের তাকওয়া অবলম্বন করার জন্য প্রয়োজন, যা নিশ্চিত করে যে তারা তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে এমনভাবে ব্যবহার করে যা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে, যেমন পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। এর ফলে উভয় জগতেই মানসিক শান্তি এবং সাফল্য লাভ হয়। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ১৮৩:

" *হে ঈমানদারগণ, তোমাদের উপর রোজা ফরজ করা হয়েছে, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর ফরজ করা হয়েছিল, যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করতে পারো।"*

যেমনটি আগে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে, রোজা একজন ব্যক্তিকে তাদের নিয়ত, কথা এবং কর্মের উপর নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে যাতে তারা মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর আরও দৃঢ় এবং দৃঢ় হয়। অতএব, মুসলমানরা তাদের আধ্যাত্মিক ও শারীরিক প্রশিক্ষণের সময় কিছু অসুবিধার মধ্য দিয়ে যায় যখন তারা মানসিক ও শারীরিক প্রশান্তি অর্জনের মতো অসংখ্য সুবিধা অর্জনের জন্য রোজা রাখে। এটি একজন ক্রীড়াবিদকে তার খেলাধুলায় সাফল্য অর্জনের জন্য অসংখ্য ঘন্টা কঠিন ব্যায়াম এবং কঠোর খাদ্য পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে যেতে হয় অথবা একজন ছাত্রকে ভালো চাকরি পাওয়ার জন্য সংশোধন এবং পরীক্ষা দেওয়ার সময় কিছুটা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়, যা তাকে সারা জীবন তাদের আর্থিক চাহিদা মেটাতে সাহায্য করে।

অধিকন্তু, রোজা, যা মানুষকে তাদের নিয়ত, কথা এবং কর্মের উপর নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি করে যাতে তারা মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর আরও দৃঢ় থাকে, তা হল এমন একটি মাধ্যম যার মাধ্যমে আমরা আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি, কারণ তাদের কাছে থাকা প্রতিটি ভালো জিনিস তিনি ছাড়া আর কেউ সৃষ্টি করেননি এবং দান করেননি এবং তিনিই তাদের উভয় জগতের শান্তি এবং সাফল্যের দিকে পরিচালিত করেন। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ১৮৫:

"... *এবং আল্লাহ তোমাদেরকে যে পথ প্রদর্শন করেছেন তার জন্য তোমরা তার মহিমা ঘোষণা করো; এবং সম্ভবত তোমরা কৃতজ্ঞ হবে।*"

রোজা মানুষকে তাদের নিয়তের মাধ্যমে কৃতজ্ঞতা প্রকাশে সাহায্য করে, শুধুমাত্র মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য কাজ করার মাধ্যমে। এই মনোভাবের একটি ইতিবাচক লক্ষণ হল তারা মানুষের কাছ থেকে কোনও প্রতিদান বা কৃতজ্ঞতা আশা করবে না বা আশা করবে না। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, যে ব্যক্তি মানুষের জন্য কাজ করে সে মহান আল্লাহর কাছ থেকে কোনও প্রতিদান পাবে না। জামে আত তিরমিযী, ৩১৫৪ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। রোজা তাদের কথার মাধ্যমে কৃতজ্ঞতা প্রকাশে সাহায্য করে, কারণ এটি তাদেরকে ভালো কথা বলতে উৎসাহিত করে অথবা চুপ থাকতে উৎসাহিত করে। এবং রোজা তাদের কর্মের মাধ্যমে কৃতজ্ঞতা প্রকাশে সাহায্য করে কারণ এটি তাদেরকে প্রদত্ত আশীর্বাদ, যেমন তাদের সময় এবং সম্পদ, পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসে বর্ণিত আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করতে উৎসাহিত করে। কৃতজ্ঞতার সকল দিককে অন্তর্ভুক্ত করলে উভয়

জগতেই আশীর্বাদ, ক্ষমা, করুণা এবং মানসিক শান্তি বৃদ্ধি পায়। অধ্যায় ১৪ ইব্রাহিম, আয়াত ৭:

অনুগ্রহে] বৃদ্ধি করব..."

এবং ১৬ নং অধ্যায় আন নাহল, ৯৭ নং আয়াত:

"যে কেউ সৎকর্ম করে, পুরুষ হোক বা নারী, মুমিন অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদেরকে তাদের কর্মের সর্বোত্তম প্রতিদান দেব।"

কিন্তু যে ব্যক্তি কৃতজ্ঞতা প্রকাশে ব্যর্থ হয় এবং তার পরিবর্তে প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করে, সে দেখতে পাবে যে তার কাছে থাকা আশীর্বাদ, যেমন খ্যাতি এবং সম্পদ, উভয় জগতেই তার জন্য চাপ, দুর্দশা এবং ঝামেলার উৎস হয়ে উঠবে, এমনকি যদি তারা আনন্দ এবং বিনোদনের মুহূর্তগুলি উপভোগ করে, কারণ একমাত্র আল্লাহ, মহান, তাদের আধ্যাত্মিক হৃদয়, মনের শান্তির আবাসস্থল নিয়ন্ত্রণ করেন। অধ্যায় ৯, তওবা, আয়াত ৮২:

"তারা যা অর্জন করেছিল তার প্রতিদান হিসেবে তারা একটু হেসে ফেলুক এবং [তারপর] অনেক কাঁদুক।"

অধ্যায় ২০ তাহা, আয়াত ১২৪-১২৬:

"আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন হবে দুর্বিষহ [অর্থাৎ, কঠিন], আর আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় একত্রিত করব।" সে বলবে, "হে আমার প্রতিপালক, আমি যখন দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ছিলাম, তখন কেন তুমি আমাকে অন্ধ অবস্থায় উঠালে?" [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবেই আমার নিদর্শন তোমার কাছে এসেছিল, আর তুমি সেগুলো ভুলে গিয়েছিলে; আর আজ এভাবেই তোমাকে ভুলে যাওয়া হবে।"

ভালো চরিত্রের উপর ৫০০ টিরও বেশি বিনামূল্যের ই-বুক

500+ FREE English Books & Audiobooks / كتب عربية / اردو كتب/ Buku Melayu / বাংলা বই / Libros En Español / Livres En Français / Libri Italiani / Deutsche Bücher / Livros Portugueses:

https://shaykhpod.com/books/

Backup Sites for eBooks: https://shaykhpodbooks.wordpress.com/books/
https://shaykhpodbooks.wixsite.com/books
https://shaykhpod.weebly.com
https://archive.org/details/@shaykhpod

YouTube: https://www.youtube.com/@ShaykhPod/playlists

AudioBooks, Blogs, Infographics & Podcasts: https://shaykhpod.com/

অন্যান্য শায়খপড মিডিয়া

দৈনিক ব্লগ: www.ShaykhPod.com/Blogs
অডিওবুকস : https://shaykhpod.com/books/#audio
ছবি: https://shaykhpod.com/pics
সাধারণ পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/general-podcasts
পডওম্যান: https://shaykhpod.com/podwoman
পডকিড: https://shaykhpod.com/podkid
উর্দু পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/urdu-podcasts

লাইভ পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/live

ইমেলের মাধ্যমে প্রতিদিনের ব্লগ এবং আপডেট পেতে সাবস্ক্রাইব করুন: http://shaykhpod.com/subscribe

অডিওবুকের ব্যাকআপ সাইট : https://archive.org/details/@shaykhpod